

আপনার প্রশ্ন নং ২। কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যা হজরত ঈসার মৃত্যুকে বিতর্কিত করে?

না। বেশিরভাগ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসবিদরা **আশ্চর্যজনকভাবে এই সাধারণ সত্যের সাথে একমত:** প্রায় ২০০০ বছর আগে জেরুশালেমে হজরত ঈসা মসীহের মৃত্যু সমস্ত ইতিহাসের সবচেয়ে **স্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্যগুলির মধ্যে** একটি কারণ এটি হজরত ঈসার **বন্ধু এবং শত্রু উভয়ের দ্বারা সমর্থিত।**

ইসলাম সহ ঈসা মসীহের শত্রুরা সত্যের বিরোধিতা করার জন্য তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে যে সেই দিন সলিবে মারা যাওয়া ব্যক্তি হজরত ঈসা ছিলেন না, শিমন বা এহুদাআর মতো অন্য কেউ ছিলেন। অন্যরা সম্পূর্ণ অপ্রমাণিত অজ্ঞতার সাথে বলে যে হজরত ঈসা সলিবে মারা যাননি, তবে কেবল অজ্ঞান হয়েছিলেন, তাকে সমাধিতে রাখা হয়েছিল এবং শীতল বাতাস তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। তারপর তাঁর শিষ্যরা "রোমান রক্ষীদের ঘুমাতে বাধ্য করে" [যা রোমান সেনাবাহিনীর রক্ষীদের জন্য তাৎক্ষণিক মৃত্যু বোঝায়], সমাধির আচ্ছাদন পাথরটি ফিরিয়ে দেয় এবং হজরত ঈসার দেহ চুরি করে।

এই ধরনের সব তত্ত্ব হাস্যকর। কৈসোরের মতো রোমান কর্তৃপক্ষ, ইহুদি কর্তৃপক্ষ এবং সমসাময়িক ঐতিহাসিক উভয়ই তাদের রেকর্ডে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ছিলেন হজরত ঈসা বেঁচে ছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

হজরত ঈসা মসীহের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে সত্যকে কখনোই মনের তথ্য দ্বারা "বিশ্বাস" করা যায় না। জীবন-পরিবর্তনকারী সত্যকে একজনের হৃদয়ে "অলৌকিক উদ্ঘাটন" দ্বারা ঈমান আনতে হবে আগে এটি ব্যক্তিকে পরিবর্তন করবে এবং একটি "নতুন হৃদয়" এবং "পরিগ্রাণ" তৈরি করবে।

"হজরত ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান" এর স্পষ্ট উদাহরণটি অবশ্যই বাইবেলের প্রকৃত শব্দগুলিতে দেখা উচিত কারণ এটি মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পরে হজরত ঈসাকে জীবিত দেখার পরে হজরত ঈসার শিষ্যদের মধ্যে নাটকীয় পরিবর্তনের বিবরণ দেয়। আসুন পিতর + পৌল, দুজনের দিকে তাকাই এবং তাদের জীবনের পরিবর্তনে বিস্মিত হই। এই দুজনকেই অবশেষে সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল কারণ তারা জোর দিয়েছিল যে হজরত ঈসা প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের পুত্র এবং জীবিত! কেউ তা করবে না যদি হজরত ঈসার পুনরুত্থান কেবল কিছু তত্ত্ব বা রূপকথা হয়।

শুধু পিতর এর জীবন পরীক্ষা। কিভাবে একজন ব্যক্তি তার জীবনের নিম্নলিখিত "অসম্ভব বোঝা" পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারেন যদি না তিনি প্রকৃতপক্ষে হজরত ঈসাকে তাঁর পুনরুত্থানের পরে দেখেন এবং তার সাথে যোগাযোগ করেন?

- লুক ২২:৬১-৬৩ তখন ঈসা মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে দেখলেন। এতে যে কথা ঈসা তাঁকে বলেছিলেন সেই কথা পিতরের মনে পড়ল, "আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।" **তখন পিতর বাইরে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন।** যারা ঈসাকে পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁকে ঠাড়া করতে ও মারতে লাগল।

পিতর, যে ব্যক্তি হজরত ঈসাকে গ্রেপ্তার করার সময় পালিয়ে গিয়েছিল, যিনি অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি এমনকি হজরত ঈসাকে চেনেন যখন হজরত ঈসাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং অত্যাচার করা হয়েছিল, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পরে হজরত ঈসাকে জীবিত দেখে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়েছিলেন। এই একই ভীতু লোকটিকে এখন মন্দিরে ছিলেন এবং বলছিলেন যে তারা ১০০০ জন দর্শক হজরত ঈসার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

- প্রেরিত ২:২২-২৫ "বনি-ইসরাইলরা, এই কথা শুনুন। নাসরতের ঈসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আপনাদের মধ্যে মহৎ কাজ, চিহ্ন ও কুদরতি কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি ঈসাকে পাঠিয়েছিলেন; আর এই কথা তো আপনারা জানেন। আল্লাহ, যিনি আগেই সব জানেন, তিনি আগেই ঠিক করেছিলেন যে, ঈসাকে আপনাদের হাতে দেওয়া হবে। আর আপনারাও দুষ্ট লোকদের দ্বারা তাঁকে সলিবে উপরে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন, কারণ তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না। নবী দাউদ তাঁর বিষয়ে বলেছেন, 'আমার চোখ সব সময় মাবুদের দিকে আছে; তিনি আমার ডান পাশে আছেন বলে আমি স্থির থাকব।

আব্দুল - প্রশ্ন নং ১

- প্রেরিত ২:৩৬-৩৯ "এইজন্য সমস্ত ইসরাইল জাতি এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানুন যে, যাঁকে আপনারা **সলিবে উপরে হত্যা করেছিলেন আল্লাহ সেই ঈসাকেই প্রভু** এবং মসীহ- এই দুই পদেই নিযুক্ত

করেছেন।” এই কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেল। তারা পিতর ও অন্য সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করল, **“ভাইয়েরা, আমরা কি করব?”** জবাবে পিতর বললেন, **“আপনারা প্রত্যেকে গুনাহের মাফ পাবার জন্য তওবা করুন এবং ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পাক-রুহকে পাবেন।** আপনাদের জন্য, আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এবং যারা দূরে আছে, এক কথায় আমাদের মাবুদ আল্লাহ তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য যাদের ডাকবেন, তাদের সকলের জন্য এই ওয়াদা করা হয়েছে।”

- - প্রেরিত ২:৪১ যারা তাঁর কথায় ঈমান আনল তারা তরিকাবন্দী নিল এবং সাহাবীদের দলের সংগে সেই দিন আল্লাহ কমবেশ **তিন হাজার** লোককে যুক্ত করলেন।
- - প্রেরিত ২:৪৭ তারা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করত এবং সব লোক তাদের সম্মান করত। যারা নাজাত পাচ্ছিল প্রভু ঈমানদার দলের সংগে প্রত্যেক দিনই তাদের যোগ করতে লাগলেন।
- - প্রেরিত ৬:৭ এইভাবে আল্লাহর কালাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল, আর জেরুশালেমে উম্মতদের সংখ্যা **খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে লাগল** এবং ইমামদের মধ্যে **অনেকে ঈসায়ী ঈমানকে মেনে নিলেন।**

[উপরের সকলে সলিবে মসীহের মৃত্যুর ১০০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে ছিলেন এবং তাঁর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিলেন।] টারসাসের শৌল, বিখ্যাত রাব্বি, যিনি ইহুদি ধর্ম থেকে হজরত ঈসা মসীহের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তাদের সকলের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাড়না করেছিলেন, ঈমান আনতে এসেছিলেন। হজরত ঈসাতে এবং তাঁর সম্পর্কে সত্য ঘোষণা করার জন্য সমস্ত পরিচিত দুনিয়া ভ্রমণ করেছেন। শৌল, যার নাম পরিবর্তন করে পৌল করা হয়েছিল, তিনি কীভাবে হজরত ঈসার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান ১০০ এবং ১০০ জন সাক্ষী দ্বারা যাচাই করা যেতে পারে তা দেখানোর জন্য নিম্নলিখিতটি লিখেছিলেন:

- ১ করিন্থীয় ১৫:৩-১১ আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদেরও দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই- **পাক-কিতাবের কথামত মসীহ আমাদের গুনাহের জন্য মরেছিলেন**, তাঁকে দাফন করা হয়েছিল, কিতাবের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে, আর তিনি পিতরকে ও পরে তাঁর সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন। **এর পরে তিনি একই সময়ে পাঁচশোরও বেশী ভাইদের দেখা দিয়েছিলেন।** তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেলেও বেশীর ভাগ লোক এখনও বেঁচে আছেন। তার পরে তিনি ইয়াকুবকে ও পরে সব সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন। অসময়ে জন্মেছি যে আমি, সেই আমাকেও তিনি সবার শেষে দেখা দিয়েছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে নীচু, এমন কি, সাহাবী বলে কেউ যে আমাকে ডাকে তার যোগ্যও আমি নই, কারণ আল্লাহর জামাতের উপর আমি জুলুম করতাম। কিন্তু এখন আমি যা হয়েছি তা আল্লাহর রহমতেই হয়েছি। আমার উপর তাঁর সেই রহমত নিষ্ফল হয় নি। আমি অন্য সাহাবীদের সকলের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেছি; তবে পরিশ্রম যে আমিই করেছি তা নয়, বরং আমার উপর আল্লাহর যে রহমত আছে সেই রহমতই তা করেছে। সেইজন্য আমিই তবলিগ করি বা অন্য সাহাবীরাই করেন, আমরা এই বিষয়েই তবলিগ করি আর তোমরা তাতেই ঈমান এনেছ।